Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-III, April 2024, Page No.01-08
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ন্যায়-বৈশেষিক মতে সামান্য পদার্থ: একটি সমীক্ষা

রাসপতি মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বিভাগ- দর্শন, বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Padārtha literally means the meaning of a word. It is an object of knowledge, and capable of being named. It is knowable (jñeya) and nameable (abhidheya). It is an object of valid knowledge. According to the Nyāya-Vaiśeṣika, sāmānya padārtha is one of the seven Padārthas. Kanāda says, "sāmānya and viśeṣa depend upon the intellect to indicate their existence." They are not conceptual constructs. They have ontological existence. Praśastapāda describes sāmānya as the cause of assimilation. It is the objective basis of the notion of common characters among many individuals. In respect of their scope or extent, sāmānya may be distinguished into para or the highest and all-pervading, apara or the lowest, and the parapara or the intermediate 'Being-hood' (sattā) is the highest sāmānya, since all other sāmānyas come under it. Jarness (ghaṭatva) as the sāmānya present in all jars is apara or the lowest, since it has the most limited or the narrowest extent. Dravyatva as another sāmānya is parāpara or intermediate between the highest and the lowest. It is para or wider in relation to substances (Dravya) like earth, water, etc. and apara or narrower in relation to the sāmānya sattā which belongs to dravya, Guṇa and karma.

Keywords: Definition of Sāmānya, Nature of Sāmānya, Kinds of Sāmānya, Jātivādhaka, Sattā jāti refutation, Guṇattva jati refutation, Disagreement on Sāmānya.

সামান্যের লক্ষণ: প্রথম পরমাণুবিদ্ ভারতীয় দার্শনিক মহর্ষি কণাদ তাঁর *'বৈশেষিকসূত্র'*-এ সামান্যের লক্ষণ দিয়েছেন- "সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্।"[১] সামান্য বিশেষ অপেক্ষা বুদ্ধির বিষয়। বৈশেষিকসূত্রের ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য তাঁর *'পদার্থধর্মসংগ্রহ'-এ* বলেছেন—"অনুবৃত্তিপ্রত্যয়কারণম্ সামান্যম্।"[২] অনুবৃত্তি প্রত্যয়ের কারণ হল সামান্য। অর্থাৎ যা একাকারজ্ঞানের কারণ হয় তাই সামান্য। আর পদার্থধর্মসংগ্রহের টীকাকার আচার্য উদয়ন তাঁর *'কিরণাবলী'*- তে সামান্যের লক্ষণে বলেছেন—"সমানানাং ভাবঃ স্বাভাবিকো নাগন্তুকো ধর্মঃ সামান্য মিত্যর্থঃ।"[৩] এ থেকে বোঝা যায় যে সামান্য যে ধর্মীর ধর্ম সেই ধর্মী ব্যক্তি সংখ্যায় বহু। এই জন্যই সামান্যকে সমানানাং ভাবঃ বলা হয়েছে। আবার এই ধর্ম হল স্বাভাবিক ধর্ম, আগন্তুক ধর্ম নয়। 'স্বাভাবিক' শব্দের অর্থ এখানে স্বভাব জন্য বা স্বভাবে আশ্রিত নয়। সামান্য বৈশেষিক মতে নিত্য পদার্থ অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশহীন পদার্থ। স্বাভাবিক আশ্রয় বলতে জাতি ও উপাধি উভয়কেই সামান্য বলতে হবে,

কারণ উপাধিও স্বভাবে আশ্রিত হয়। 'স্বাভাবিক' শব্দের অর্থ অনাগন্তুক বললে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। আগন্তুক ধর্ম ধর্মীতে পরে উৎপন্ন হয় বা আশ্রিত হয়, সর্বদা থাকে না। অপরদিকে অনাগন্তুক ধর্ম ধর্মীতে উৎপন্ন তো হয়ই না বরং কোন অবস্থাতেই ঐ ধর্ম ছাড়া ধর্মী থাকতে পারে না। ধর্মীতে অনাগন্তুক ধর্মের বৃত্তিত্ব হল সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব। সামান্যকে স্বাভাবিক ধর্ম বলার অর্থ হল সামান্য, ব্যক্তিতে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত। তাই কিরণাবলীকার সামান্য পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করে সামান্যের লক্ষণে বলেছেন- "নিত্যমেকমনেকবৃত্তি সামান্যমিতি সামান্যলক্ষণং সূচিতং ভবতি।"[৪] অর্থাৎ নিত্যত্ব, একত্ব ও অনেক বৃত্তিত্বই সামান্যের লক্ষণ। অন্নংভট্ট তাঁর *'তর্কসংগ্রহ'* গ্রন্থে সামান্যের লক্ষণ দিয়েছেন-"নিত্যমেকমনেকানুগতং সামান্যম্।"[৫] অর্থাৎ নিত্য, এক ও অনেকানুগত ধর্মই সামান্য। কেশবমিশ্র তাঁর *'তর্কভাষা'* গ্রন্থে সামান্যের লক্ষণ দিয়েছেন-"অনুবৃত্তিপ্রত্যয়হেতুঃ সামান্যম্।"[৬] অর্থাৎ অনুবৃত্তিপ্রত্যয় বা একাকার প্রতীতির কারণ হল সামান্য। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ ও কিরণাবলীটীকাকার উদয়নকে অনুসরণ করে বিশ্বনাথ তাঁর সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে সামান্যের লক্ষণে বলেছেন—"নিত্যত্বেসতি অনেক সমবেতত্বম্।"[৭] অর্থাৎ যা নিত্য এবং অনেক ব্যক্তি বা বস্তুতে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান তাই সামান্য বা জাতি। সামান্যের লক্ষণে তিনটি বিশেষণ পরিলক্ষিত হয়- 'নিত্য', 'অনেক' ও 'সমবেত'। লক্ষণোক্ত 'নিত্য' পদের দ্বারা সংযোগাদি গুণে অতিব্যাপ্তি বারিত হয়েছে। কেননা, সংযোগও সমবায় সম্বন্ধে দুটি দ্রব্যে থাকে বলে অনেক সমবেত হলেও অনিত্য- "অনেকসমবেতত্বং সংযোগাদীনামপ্যস্তীত্যত উক্তং নিত্যত্বে সতীতি।"[৮] 'অনেক' পদের দ্বারা আকাশ ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি বারিত হয়েছে। কেননা, আকাশ নিত্য হলেও একবৃত্তি, অনেকবৃত্তি নয়- "নিত্যন্তে সতি সমবেতত্বং গগনপরিমাণাদীনামপ্যস্তীত্যত উক্তমনেকেতি।"[৯] এবং 'সমবেত' পদের দ্বারা অত্যন্তাভাবে সামান্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারিত হয়েছে। কেননা, অত্যন্তাভাব নিত্য এবং অনেক বস্তুর গুণ হলেও তাদের উপাদান নয়। ফলে ন্যায়-বৈশেষিক মতে অত্যন্তাভাবে —'নিত্যত্ব সমানাধিকরণ বৃত্তিত্ব' আছে কিন্তু অভাব কোথাও সমবায় সম্বন্ধে থাকে না বলে অত্যন্তভাবে—'নিত্যত্ব অনেক সমবেতত্ব' নেই। তাই 'সমবেত' পদের দ্বারা অত্যন্তভাবে সামান্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ হয়েছে-"নিত্যত্বে সত্যনেকবৃত্তিত্বমত্যন্তাভাবস্যাপ্যস্তি, অতো বৃত্তিত্বসামান্যং বিহায় সমবেতেত্যুক্তম।"[১০]

সামান্যের স্বরূপ: বৈশেষিক মতে সামান্য এক ও নিত্য। সামান্য যে ব্যক্তিতে আশ্রিত সেই ব্যক্তির উৎপত্তি বা বিনাশ হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির উৎপত্তি বিনাশে সামান্যের উৎপত্তি বা বিনাশ হয় না। ব্যক্তির বিনাশে সামান্য কালে আশ্রিত থাকে। বস্তুত ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি সামান্য কালেই আশ্রিত থাকে। যখন ঘট, পটাদির উৎপত্তি হয় তখনই কালে আশ্রিত স্ব স্ব সামান্য ওই সকল ঘট পটাদিতে উপলব্ধি হয়। অন্যদিকে সামান্যের উৎপত্তি যদি স্বীকার করা হয় তাহলে সেই সামান্য হয় ব্যক্তির উপলব্ধির পূর্বক্ষণে অথবা ব্যক্তির উৎপত্তিক্ষণে অথবা ব্যক্তি উৎপত্তির পরক্ষণে উৎপন্ন হবে। কিন্তু এই তিনটি বিকল্পের কোনোটিই যুক্তিসংগত নয়। তাই সামান্যকে এক ও নিত্য বলতে হবে। যা উপরিউক্ত অন্নংভট্ট প্রদত্ত সামান্যের লক্ষণোক্ত 'এক' পদের দ্বারা সামান্যের স্বরূপ সূচিত হয়েছে।

সামান্যের প্রকার : বৈশেষিক মতে সামান্য দুই প্রকার। যথা—পর ও অপর সামান্য। কিন্তু বিশ্বনাথ ও কোনো কোনো ন্যায়-বৈশেষিক মতে সামান্য তিন প্রকার। যেমন—শিবাদিত্যের মতে সামান্য তিন প্রকার— "সামান্যং পরমপরং পরাপরং চেতি ত্রিবিধম্।"[১১] অর্থাৎ পর, অপর ও পরাপর ভেদে সামান্য তিন প্রকার। পরে মহানৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালাঙ্কারও তাঁর *'তর্কামৃত'-এ* সামান্য বা জাতিকে তিন প্রকার বলেছেন - "সামান্যং ত্রিবিধং - ব্যাপকং, ব্যাপ্যং, ব্যাপ্যব্যাপকঞ্চ।"[১২] অর্থাৎ সামান্য বা জাতি তিন প্রকার। যথা—ব্যাপক

(পর), ব্যাপ্য (অপর) এবং ব্যাপ্যব্যাপক (পরাপর)। 'সত্তা' হল পর সামান্য যা সবথেকে ব্যাপক। ঘটত্ব-পটত্ব ইত্যাদি হল অপর যা সবচেয়ে কম ব্যাপক। এবং দ্রব্যত্ব, কর্মত্ব, গুণত্ব পরাপর সামান্য যা পর সামান্য থেকে কম ব্যাপক কিন্তু অপর সামান্য থেকে বেশি ব্যাপক। সামান্যের এই তিনটি প্রকারকে অন্যভাবে বলা যায় সামান্য, বিশেষ ও সামান্যবিশেষ।

(১) দ্রব্যত্ব পরাপরা জাতি। সত্তা অপেক্ষা অপরা এবং ঘটত্ব অপক্ষা পরা জাতি।
(২) গণত্ব পরাপরা জাতি। সত্তা অপেক্ষা অপরা এবং লালত্ব অপেক্ষা পরা জাতি।
(৩) কর্মত্ব পরাপরা জাতি। সত্তা অপেক্ষা অপরা জাতি এবং গমনত্ব অপেক্ষা পরা জাতি।

ঘটত্ব সর্বাপেক্ষা অল্পদেশে থাকে। ঘটত্ব কেবল অপরা জাতি। দ্রব্যত্ব জাতির অবান্তর ভেদ পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতি। পৃথিবীত্ব জাতির অবান্তর ভেদ ঘটত্ব পটত্ব ইত্যাদি জাতি। গণত্ব জাতির অবান্তর ভেদ রূপত্ব রসত্ব প্রভৃতি জাতি। রূপত্ব জাতির অবান্তর ভেদ শক্রুত্ব প্রভৃতি জাতি। শরুত্ব কেবল অপরা জাতি। কর্মত্বে জাতির অবান্তর ভেদ গমনত্ব প্রভৃতি জাতি। গমনত্ব কেবল অপরা জাতি। জাতি ব্যাপ্যবৃত্তি এবং অনেকবৃত্তি। জাতি বহু আশ্রয়ে থাকলেও একই থাকে। দ্রব্যত্ব জাতির আশ্রয় পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্য। গণত্ব জাতির আশ্রয় ২৪টি গুণ। কর্মত্ব জাতির আশ্রয় পাঁচপ্রকার কর্ম। সত্তা জাতির আশ্রয় সকল সৎ পদার্থ। দ্রব্যত্ব জাতির ব্যাপ্য পথিবীত্ব প্রভৃতি জাতি। গুণত্ব জাতির ব্যাপ্য রূপত্ব প্রভৃতি জাতি। কর্মত্বে জাতির ব্যাপ্য গমনত্ব প্রভৃতি জাতি। দুধপরমাণ তে দধ্নত্ব জাতি স্বীকৃত হয় না, পৃথিবীত্ব জাতি স্বীকৃত হয়। যে ইন্দ্রিয় দ্বারা আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ হয়, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা জাতিরও প্রত্যক্ষ হয়। যথা, ঘট ও ঘটত্ব চক্ষু গ্রাহ্য। গন্ধ ও গন্ধত্ব ঘ্রাণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। রস ও রসত্ব জিহ্বাগ্রাহ্য। স্পর্শ ও স্পর্শত্ব ত্বক্ গ্রাহ্য। শব্দ ও শব্দত্ব শ্রোত্রগ্রাহ্য। অতীন্দ্রিয় দ্রব্য, গণ ও কর্মের জাতিও অতীন্দ্রিয়। পৃথিবীপরমাণুর পৃথিবীত্ব চক্ষুগ্রাহ্য নয় পৃথিবীপরমাণুগত গন্ধের গন্ধত্ব এবং গমনের গমনত্ব অতীন্দ্রিয়।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে সামান্যকে আবার জাতি ও উপাধিভেদে দুই প্রকার বলা হয়েছে। যে অনুগত ধর্মে জাতির লক্ষণ প্রযোজ্য হয়, তাকে জাতি সামান্য বলা হয়। আর যে অনুগত ধর্মে জাতির লক্ষণ সমন্বয় হয় না, সেটি হল উপাধি সামান্য। উপাধি সামান্য আবার দ্বিবিধ—সখণ্ডোপাধি ও অখণ্ডোপাধি। যে উপাধিকে খণ্ড বা বিশ্লেষণ করা যায় অর্থাৎ যা কতিপয় পদার্থের দ্বারা ঘটিত হয় তা সখণ্ডোপাধি। যথা—ইন্দ্রিয়ত্ব, পশুত্ব প্রভৃতি। যে উপাধিকে বিশ্লেষণ করা যায় না তা অখণ্ডোপাধি। যথা - অভাবত্ব, ভেদত্ব, বিষয়ত্ব, অধিকরণত্ব, তদ্ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি। কণাদসিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় এই মতই গৃহীত হয়েছে।

জাতিবাধক: উদয়নাচার্যকে অনুসরণ করে বিশ্বনাথ তাঁর *'সিদ্ধান্তমুক্তাবলীটীকা'* গ্রন্থে ছয় প্রকার জাতিবাধকের কথা বলেছেন—

"ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোহথানবস্থিতিঃ।
রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধকসংগ্রহঃ।।"[১৩]

অর্থাৎ (ক) ব্যক্তির অভেদ, (খ) তুল্যত্ব, (গ) সংকর, (ঘ) অনবস্থা, (ঙ) রূপহানি ও (চ) অসম্বন্ধ—এই ছয়টি হল জাতিবাধক।

(ক) ব্যক্তির অভেদ: যদি কোনো ধর্ম এমন হয় যে তার আশ্রয় যে ব্যক্তি তা একাধিক না হয়ে একমাত্র হয় তাহলে তা জাতি হয় না-"একব্যক্তিমাত্রবৃত্তিস্তু ন জাতিঃ।"[১৪] যেমন - আকাশত্ব, কালত্ব ইত্যাদি জাতি নয়। কারণ, আকাশত্বের আশ্রয় আকাশ একমাত্র; কালত্বের আশ্রয় কাল একমাত্র বা অভিন্ন বা ব্যক্তির অভেদ।

(খ) তুল্যত্ব: যদি দুটি ধর্ম সমনিয়ত হয় অর্থাৎ তুল্য হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দুটি জাতি স্বীকৃত হয় না। যেমন—ঘটত্ব ও কলসত্ব। এদের আশ্রয় এক বা তুল্য হওয়ার ভিন্ন দুটি জাতি স্বীকৃত হয় না।

(গ) সংকর: দুটি অনুগত ধর্ম যদি এমন হয় যে তারা পরস্পরের অভাবের সমানাধিকরণ তাহলে তাদের একই অধিকরণে থাকাকে সংকর বলে। এরকম দুটি ধর্মের একটিও জাতি হয় না। যেমন—ভূতত্ত্ব ও মূর্তত্ব। 'ভূতত্ব' পঞ্চভূতের (ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম্) অনুগত ধর্ম। তেমনি 'মূর্তত্ব' সকল মূর্ত দ্রব্যের (ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও মন) অনুগত ধর্ম। আকাশ বা ব্যোমে 'ভূতত্ব' থাকলেও মূর্তত্বাভাব থাকে। তেমনি মনে 'মূর্তত্ব' থাকলেও ভূতত্বাভাব থাকে। আবার এমন অধিকরণ আছে যেখানে 'ভূতত্ব' ও 'মূর্তত্ব' দুই-ই আছে। যেমন—ঘট। সুতরাং ভূতত্ব বা মূর্তত্ব জাতি নয়।

(ঘ) অনবস্থা: কোনো একটি জাতিতে আবার একটি জাতি স্বীকার করলে অনবস্থা দোষ হয়। যেমন—ঘটত্ব, পটত্ব ইত্যাদি জাতিতে যদি 'জাতিত্ব' বলে অপর একটি জাতি স্বীকার করা হয় তাহলে অনবস্থা দোষ দেখা যায়।

(ঙ) রূপহানি: জাতি বলে কোনো অনুগত ধর্মকে স্বীকার করলে যদি তার স্বরপের হানি ঘটে তাহলে সেই অনুগত ধর্ম জাতি হয় না। যেমন—বিশেষ পদার্থ সংখ্যায় বহু হলেও 'বিশেষত্ব' জাতি স্বীকৃত হয় না; কারণ 'বিশেষত্ব' স্বীকার করলে বিশেষ পদার্থের স্বরূপের হানি ঘটে।

(চ) অসম্বন্ধ: যদি কোনো অনুগত ধর্ম তার আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে না থাকে তাহলে দোষ হয়। যেমন—'অভাবত্ব' বিভিন্ন অভাবের সমান ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও 'অভাবত্ব' জাতি নয়, কারণ, অভাবত্ব, অভাবে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। তাহলে অসম্বন্ধ জাতিবাধক 'অভাবত্ব' অভাবে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে।

সত্তা জাতি খণ্ডন: ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম এই পদার্থ তিনটিতে 'সত্তা' নামক একটি জাতি স্বীকার করেন। বৈশেষিক সূত্রে পরসামান্য এবং অপরসামান্যরূপে যে জাতি প্রকার স্বীকার করা হয়েছে সেই অনুসারে 'সত্তা' কেবলমাত্র অনুবৃত্ত বুদ্ধির হেতু অর্থাৎ দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি সকল জাতি থেকে অধিক দেশ বৃত্তি হওয়ার 'সত্তা' কেবলমাত্র পরসামান্যই হবে, অপর সামান্য নয়। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় 'সৎ দ্রব্যং, সন্ গুণঃ, সৎ কর্ম' এইরূপ অনুগত প্রতীতিকে সত্তাজাতির গ্রাহক বলেছেন।

এক্ষেত্রে আপত্তি হতে পারে উক্ত প্রতীতিরমূলে যদি 'সত্তা' জাতি গৃহীত হয় তাহলে 'সৎ সামান্যং, সন্ বিশেষঃ, সন্ সমবায়ঃ' এইরূপ প্রতীতি থাকায় সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়গত 'সত্তা' জাতি স্বীকৃত হবে না কেন? এই আপত্তির উত্তরে বলতে হবে দ্রব্য, গুণ এবং কর্মে সাক্ষাৎ সমবায় সম্বন্ধে 'সত্তা' প্রতীতি হয় বলে দ্রব্য, গুণ এবং কর্মেই 'সত্তা' জাতি স্বীকৃত হয়। সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়ে যে সত্তার প্রতীতি হয় তা সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে। এই জন্য সামান্য প্রভৃতিতে 'সত্তা' জাতি স্বীকৃত নয়।

নব্যন্যায়ের প্রাচীন সম্প্রদায় দ্রব্যত্ব পুরস্কারে কল্পিত দ্রব্যগত সমবায়িকারণতা নিরূপিত সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সত্তাবচ্ছিন্ন কার্যভাবচ্ছেদকত্ব হেতুর দ্বারা সত্তার জাতিত্ব সাধন করে থাকেন-"—সত্তা জাতি:

দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নতাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন কারণতা নিরূপিত সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন কার্যতাবচ্ছেদকত্বাৎ।"[১৫] উক্ত অনুমানে যে কার্যতাবচ্ছেদকত্বকে হেতু করা হয়েছে, উক্ত অবচ্ছেদকত্বসমবায় এবং কালিক উভয় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হবে

বেদান্তিগণ 'সত্তা' নামক জাতি স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে যে পারমার্থিক, ব্যবহারিক এবং প্রাতিভাসিক এই ত্রিবিধ 'সত্তা' স্বীকৃত হয় তা জাতি নয়, অস্তিত্বসূচক মাত্র। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ 'যৎ সৎ তৎক্ষণিকম্' যথা 'জলধরঃ সন্তশ্চ ভাবা অমী' এই সকল উক্তির মাধ্যমে ভাবপদার্থমাত্রের যে 'সত্তা' স্বীকার করেন উক্ত সত্তাও ন্যায় বৈশেষিক সম্মত জাতি নয়; কিন্তু অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সত্তাই বৌদ্ধমতে উক্ত হয়েছে। ন্যায়দর্শনে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন 'সদপি প্রকাশতে অসদপি প্রকাশতে' এখানে সৎ পদের দ্বারা ভাববস্তুকেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং অসৎ পদের দ্বারা অভাব গৃহীত হয়েছে।

রঘুনাথ শিরোমণি 'সত্তা' জাতি স্বীকার করেন না। ঘট প্রভৃতিতে যে সদ্ ব্যবহার হয়, উক্ত 'সত্তা' ভাবত্ব ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এই ভাবত্বকেও অভাবভিন্নত্ব অথবা অখণ্ড উপাধিস্বরূপ বলে স্বীকার করিতে হবে। জ্ঞেয়ত্ব, বাচ্যত্ব প্রভৃতি কেবলাদ্বয়ী ধর্ম যেরূপ জেয়ত্ব, বাচ্যত্ব, প্রভৃতিতেও বর্তমান থাকে সেইরূপ ভাবত্ব নিজেও ভাবত্বে বর্তমান থাকে।

গুণত্ব জাতি খণ্ডন: ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ রূপত্বাদির ব্যাপক সত্তার ব্যাপ্য অনুগত চতুর্বিংশতি গুণগত 'গুণত্ব' জাতি স্বীকার করেছেন। উক্ত গুণত্বজাতিকে অবলম্বন করেই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণত্বরূপে ব্যপদিষ্ট হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেছেন, চতুর্বিংশতি গুণে 'গুণত্ব' জাতির সম্বন্ধ থাকার ফলে রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতিকে 'গুণ' বলা হয়। উক্ত 'গুণত্ব' জাতিকে চতুর্বিংশতি গুণের অনুগত লক্ষণ বলা হয়। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় বলেন দ্রব্য, কর্মভিন্ন অথচ সামান্যের আশ্রয় যে পদার্থ (গুণ পদার্থ) সেইঅনুসারে কারণতা অবশ্যই কোন একটি ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হবে। উক্ত কারণতাবচ্ছেদকত্বরূপ হেতুর দ্বারা গুণত্বরূপ পক্ষে জাতিত্ব সিদ্ধ হবে।

গুরু প্রাভাকর প্রভৃতি মীমাংসক সম্প্রদায় গুণগত জাতি স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে নিরবয়ব পদার্থে জাতি স্বীকৃত হবে না। কারণ জাতিমাত্রই জাতির আশ্রয় যে ব্যক্তি তদ্গাত সংস্থান হতেই অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং সংস্থান ব্যঙ্গ্য জাতি দ্রব্যেই স্বীকৃত হবে, গুণ বা কর্মে নয়। বিশেষতঃ উক্ত মতে রূপ, রস প্রভৃতি গুণ, গুণী যে দ্রব্য তা থেকে ভিন্ন নয়। সুতরাং মীমাংসকমতে গুণগত জাতি স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই।

রঘুনাথ 'পদার্থতত্ত্বনিরূপণ' গ্রন্থে বলেছেন, রূপ প্রভৃতি চতুর্বিংশতি গুণগত প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণত্ব জাতি স্বীকার করা যায় না। কারণ, জাতির আশ্রয় ব্যক্তিসমূহ যদি প্রত্যক্ষযোগ্য না হয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তিসমূহগত জাতিরও প্রত্যক্ষ হতে পারে না। অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি যে চতুর্বিংশতি গুণের মধ্যে অনুভূত রূপ, রস প্রভৃতি গুণ এবং আত্মসমবেত ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনাখ্য সংস্কার অতীন্দ্রিয় হওয়ায় তদ্গত গুণত্ব জাতি প্রত্যক্ষযোগ্য হতে পারে না। যদি দ্রব্য, কর্ম ভিন্ন সামান্যাশ্রযগত কারণতার অবচ্ছেদকত্বরূপ হেতুর দ্বারা গুণত্বের জাতিত্ব সাধন করা হয়, তাহলে তুল্যযুক্তিতে রূপ এবং দ্রব্যভিন্ন যে সামান্যের আশ্রয় তদগত কারণতাবচ্ছেদকত্বরূপ হেতুর দ্বারাও রসাদি ত্রয়োবিংশতি গুণ এবং কর্মগত একটি বিলক্ষণ জাতি কল্পিত হতে পারে। ফলে সাংকর্য দোষ অনিবার্য হবে। অতএব রঘুনাথের মতে গুণত্ব জাতি স্বীকৃত নয়।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, যদি গুণত্বজাতি; স্বীকৃত না হয় তাহলে রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতিতে গুণ ব্যবহার হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে রঘুনাথ বলেন— গতির প্রকর্ষকে অবলম্বন করে অশ্ব প্রভৃতিতে যেরূপ, 'গুণ' ব্যবহার করা হয়, দোষাভাবকে অবলম্বন করে ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে যেরূপ গুণ ব্যবহার হয়ে থাকে, সেইরূপ রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতিরও উৎকর্ষ বিশেষই গুণ ব্যবহারের নিয়ামক। এটাই রঘুনাথের সিদ্ধান্ত।

সামান্য বিষয়ে মতভেদ: ভারতীয় দর্শনে সামান্য সম্পর্কে প্রধানত তিনটি মতবাদ পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতে, 'সামান্য' হলো নাম। সামান্যের ব্যক্তি বা বস্তু নিরপেক্ষ কোনো সত্তা নাই। একজাতীয় দ্রব্যকে একই নামে ডাকবার অর্থ হলো তাদের ভিন্নজাতীয় দ্রব্য থেকে পৃথক করা। যেমন- কতকগুলি জন্তুকে আমরা গরু নামে অভিহিত করি। এই জন্তুগুলিকে গরু নাম দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, এদের কোনো একটি বা একাধিক সাধারণ প্রকৃতি আছে, যার জন্য এই গরু নামটা দেওয়া হয়েছে। তার আসল কারণ হলো এরা অন্য নামধারী জন্তু (যেমন, বাঘ, কুকুর ইত্যাদি) থেকে পৃথক। পাশ্চাত্য দর্শনে এই মতবাদকে Nominalism বলা হয়।

জৈন ও অদ্বৈত বেদান্ত মতে সামান্য একজাতীয় দ্রব্যের নামও নয়, আর দ্রব্যের অতিরিক্ত কোনো পদার্থও নয়। সামান্য হলো একজাতীয় দ্রব্যে উপস্থিত কতকগুলি সমান গুণের সমষ্টি। যেমন- রাম, শ্যাম, যদু, মধু, গেদু, লেধু প্রভৃতি ব্যক্তি মানুষ হিসাবে একজন অন্যজন থেকে পৃথক হলেও তাদের মধ্যে এমন কতকগুলি সমান গুণ আছে (যেমন- জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি) যার জন্য তাদেরকে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং মানুষ- জাতির মনুষ্যত্বরূপ সামান্য বলতে সকল মানুষের মধ্যে উপস্থিত সমান গুণের সমষ্টিকে বোঝায়। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে এই মতবাদকে Conceptualism বলা হয়।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে সামান্য একজাতীয় দ্রব্যের নামও নয় আবার তাদের সমান গুণের সমষ্টিমাত্রও নয়। সামান্য হলো একজাতীয় দ্রব্যের নাম ও সমান গুণের সমষ্টির অতিরিক্ত একটি নিত্য পদার্থ। সামান্য একজাতীয় দ্রব্যের প্রত্যেকটির মধ্যে উপস্থিত থাকলেও তার দ্রব্য-নিরপেক্ষ একটি সত্তা আছে। দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, কিন্তু সামান্যের উৎপত্তিও যেমন নেই, তেমনি বিনাশও নেই। যেমন- প্রতিটি মানুষের জন্ম এবং মৃত্যু আছে, কিন্তু তার মনুষ্যত্ব অপরিবর্তিত থাকে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে এই মতবাদকে Realism বলা হয়।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে সামান্যের আর কোনো সামান্য থাকে না। যেমন- মনুষ্যত্বের মনুষ্যত্ব থাকতে পারে না। কোনো সামান্যের যদি সামান্য থাকে তবে তার আবার সামান্য থাকবে। এইভাবে অনবস্থা দোষ (Fallacy of Infinite Regress) দেখা দেবে। আবার একজাতীয় দ্রব্যের একটি সামান্যই থাকে। যেমন- মানুষ জাতির সামান্য কেবল মনুষ্যত্ব। একজাতীয় দ্রব্যের যদি একাধিক সামান্য থাকে তবে এই সামান্য বিপরীত বা বিরুদ্ধ প্রকৃতির হবে ফলে শ্রেণী বিভাগ সম্ভব হবে না। যেমন- মানুষ জাতির সামান্য যদি মনুষ্যত্ব, পাখিত্ব, কালত্ব ও লম্বাত্ব হয় তবে মানুষের শ্রেণী বিভাগ সম্ভব নয়। কারণ, তখন মানুষকে মানুষও বলা যাবে, আবার পাখিও বলা যাবে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে সামান্য কেবল দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের এই মতবাদ বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী বহু আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকও স্বীকার করেছেন।

উপসংহার: ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত সামান্য বা জাতি স্বীকার না করলে আমরা আমাদের অনুগত ব্যবহারের ব্যাখ্যা দিতে পারিনা। রাম, শ্যাম, যদু, মধুর মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রত্যেককেই আমরা

'মানুষ' পদের দ্বারা নির্দেশ করি। একেই বলে অনুগত প্রতীতি। এই অনুগত প্রতীতিরূপ সামান্য ন্যায়-বৈশেষিক মতে স্পষ্টরূপে তিনপ্রকার- পর, অপর ও পরাপর সামান্য। তবে এক মতে সামান্য ও জাতি পর্যায়শব্দ নয়। সামান্য হল সাধারণ ধর্ম। সামান্য দুই প্রকার। যথা- উপাধি ও জাতি। উপাধি দুই প্রকার। যথা- সখণ্ড উপাধি এবং অখণ্ড উপাধি। যে উপাধিকে খণ্ডে বিশ্লেষণ করা যায় তা সখণ্ড উপাধি। যথা- ইন্দ্রিয়ত্ব, পশুত্ব। আর যে উপাধিকে বিশ্লেষণ করা যায় না তা অখন্ড উপাধি। যথা- অভাবত্ব, ভেদত্ব ইত্যাদি। লোকব্যবহারে 'সামান্য' শব্দের প্রয়োগগত অর্থ আর ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে 'সামান্য' পদের অর্থের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। লোকব্যবহারে 'সামান্য' বলতে যে ক্ষেত্রে পদটি ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে কম বা অল্প পরিমান বোঝায় কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে 'সামান্য' পদের অর্থ হল যে ক্ষেত্রে পদটি ব্যবহৃত হয় তার সকল শ্রেণী।

তথ্যসূত্র:

1) কণাদ। বৈশেষিকদর্শনম্, পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: শ্রীনটবর চক্রবর্তী, ১৩১৩ (বঙ্গাব্দ), পৃঃ ৭৩
2) প্রশস্তপাদ। প্রশস্তপাদভাষ্যম্ (প্রথম ভাগঃ), ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০২১
3) উদয়নাচার্য, কিরণাবলী, গৌরীনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ, ১৩৯০, পৃঃ ২২১
4) তদেব
5) অন্নংভট্ট, তর্কসংগ্রহ, শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রিণা কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯২ (বঙ্গাব্দ), পৃঃ ২১৮
6) মিশ্র, কেশব, তর্কভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড), শ্রীগঙ্গাধর কর কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃঃ ৩৩৩
7) ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ, ভাষাপরিচ্ছেদ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: শ্রীসতীনাথ ভট্টাচার্য্য, ১৮৮৭, পৃঃ ৫৩
8) তদেব, পৃঃ ৫৩-৫৪
9) তদেব, পৃঃ ৫৪
10) তদেব, পৃঃ ৫৪
11) মিশ্র, শিবাদিত্য, সপ্তপদার্থী, ড. তপনশংকর ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২, পৃঃ ৫০
12) তর্কালঙ্কার, জগদীশ, তর্কামৃত, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ কর্তৃক অনুবাদিত, কলকাতা: শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ, ১৮৪০, পৃঃ ৩০

13) ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ, ভাষাপরিচ্ছেদ, আশুতোষ ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য্য কর্তৃক অনুবাদিত, কলকাতা: বিজয়ায়ন, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৪
14) তদেব
15) শিরোমণি, রঘুনাথ, পদার্থতত্ত্বনিরূপণ, মধুসূদন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৬, পৃঃ ৩৩

গ্রন্থপঞ্জী:

1) অন্নংভট্ট, তর্কসংগ্রহ, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১০ (বঙ্গাব্দ)
2) অন্নংভট্ট, তর্কসংগ্রহ, শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রিণা কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯২ (বঙ্গাব্দ)
3) উদয়নাচার্য, কিরণাবলী, গৌরীনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ, ১৩৯০
4) কণাদ, বৈশেষিকদর্শনম্, পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: শ্রীনটবর চক্রবর্তী, ১৩১৩ (বঙ্গাব্দ)
5) ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ, ভাষাপরিচ্ছেদ, আশুতোষ ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য্য কর্তৃক অনুবাদিত, কলকাতা: বিজয়ায়ন, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ
6) ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ, ভাষাপরিচ্ছেদ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: শ্রীসতীনাথ ভট্টাচার্য্য, ১৮৮৭
7) প্রশস্তপাদ, প্রশস্তপাদভাষ্যম্, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০২১
8) মিশ্র, কেশব, তর্কভাষা, শ্রীগঙ্গাধর কর কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯
9) মিশ্র, শিবাদিত্য, সপ্তপদার্থী, ড. তপনশংকর ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২
10) শিরোমণি, রঘুনাথ, পদার্থতত্ত্বনিরূপণ, মধুসূদন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৬
11) Chatterjeee, Satischandra, AN INTRODUCTION TO INDIAN PHILOSOPHY. Kolkata: University of Calcutta, 2011
12) Bhattacharya, Gopinath, TARKASAMGRAHA - DĪPIKĀ ON TARKASAMGRAHA. Kolkata: Progressive Publishers, 2009
13) Raghuramaraju, A. Philosophy and India, UK: Oxford University Press, 2013
14) Ram, Kashi, Tarkasaṁgraha-Dīpikā (Annaṁbhaṭṭa) Hindi, Baranasi: Motilal Banarasidas, 2016
15) Sinha, Jadunath, Indian Philosophy (Vol-1), London: NCBA, 2012
16) Radhakrishnan, S. Indian Philosophy (Vol-2), UK: Oxford University Press, 2012.
17) Chattopadhyay, Madhumita. Apoha (Ratnakīrti), Kolkata: MahaBodhi Book Agency, 2002